খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 17 ❑ 10 July, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

শতাধিক গ্রাহকের কোটি টাকা আত্মসাৎ করে চম্পট দিলেন সিএসপি এজেন্ট, অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এক গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের এজেন্ট ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রায় কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাগদা থানার নতুন বাজার এলাকায়।

গ্রাহকেরা জানিয়েছেন, ওই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের এজেন্ট অর্পিতা অধিকারী এবং তার স্বামী অমিত মন্ডল প্রায় ১০ বছর ধরে সেখানে ওই কেন্দ্র চালাচ্ছেন। যখনই তারা সেখানে টাকা জমা দিতে যেতেন, প্রায়ই লিংক নেই বলে তাদের টাকা রেখে দিত পরে জমা করবে বলে। অভিযোগ, পরবর্তীতে সেই টাকা তাদের একাউন্টে জমা হতো না। এই নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে আজ কাল চলে যাবে- এইসব বলে তাদেরকে এড়িয়ে যেতেন। এর পাশাপাশি ফিক্সড ডিপোজিট করে দেবেন বলে একাধিক গ্রাহকদের কাছ থেকে টাকাও নিয়েছে বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তারা ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারেন, কোন সিএসপি কেন্দ্রে ফিক্সড ডিপোজিট হয় না। তখনই তারা বুঝতে পারেন, তারা প্রতারণার শিকার হয়েছেন। ক্ষুব্ধ গ্রাহকেরা পরিষেবা কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন, বেশ কিছুদিন ধরে ওই কেন্দ্র বন্ধ। তারা জানতে পারে ওই দম্পতি তাদের টাকা আত্মসাৎ করে পরিবার নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখনই গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ হয়ে মঙ্গলবার সেই সিএসপি কেন্দ্রের সামনে বিশাল বিক্ষোভ দেখায়। এর পাশাপাশি তারা এদিন বাগদা থানাতে ওই দম্পতির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুতের ইউনিটের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে ব্যবসায়ী সমিতি

সংবাদদাতা ঃ বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটের দাম বৃদ্ধি, নতুন মিটার নিয়ে ওঠা অভিযোগ সহ সাত দফা দাবি নিয়ে শুক্রবার বনগাঁ বিদ্যুৎ দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দিল বনগাঁ কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সমিতি। এদিন বনগাঁ বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে অস্থায়ী ভাবে তারা একটি প্রতিবাদ সভা গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য দল ডেপুটেশন দিতে যায় বিদ্যুৎ দপ্তরে।

কেন্দ্রীয় ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক শংকর আঢ্য বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যুৎ দপ্তর তাদের মর্জি মতন কাজ করে যাচ্ছে এবং বিলের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। কেউ বাড়িতে এসি লাগালে তার কাছ থেকে অত্যাধিক টাকা চাওয়া হচ্ছে। ধীরে ধীরে যেভাবে প্রতি ইউনিটের দাম বাড়ানো হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের দাবিতেই আমরা আজকে এখানে জড়ো হয়েছি। বনগাঁ ডিভিশন ম্যানেজার যদি এর কোন ব্যবস্থা না নেন তাহলে আমরা এর থেকেও বৃহত্তর আন্দোলনে পথে নামবো।

টানা বৃষ্টিতে দুদিনের জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা! ১১টি জায়গায় বসানো হয়েছে মোটর পাম্প

রাহুল দেবনাথ ঃ আকাশের মুখ ভার। গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে ফের সক্রিয় বর্ষা। কলকাতা সহ একাধিক জেলায় টানা বৃষ্টিতে জল জমেছে রাস্তাঘাটে। সোমবার রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি বুধবারও থামেনি। আর এই টানা বৃষ্টিতে বনগাঁর বিভিন্ন এলাকায় জমেছে জল। জল ডিঙিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে। ফলে এক কথায় বলা যেতেই পারে, জলযন্ত্রণায় সাধারণ মানুষ।

তৃতীয় পাতায়...

বনগাঁ ব্যর্থ বন্ধ

প্রতিনিধি ঃ শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বন্ধের কোন প্রভাব পড়ল না বনগাঁ মহকুমায়। বুধবার স্কুল কলেজ দোকান হাট বাজার সবই খোলা রইল। সকাল থেকে ধারাবাহিক বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বন্ধের সমর্থনে বাম শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বার করা হয় বনগাঁ শহরে। দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের গেটের সামনে তারা পতাকা পুতে দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে। নিম্নচাপের কারণে এদিন রাস্তাঘাটে, অফিস আদালতে হাজিরা কম থাকলেও বনগাঁ মহাকুমা জুড়ে সব কিছুই স্বাভাবিক নিয়মে চলেছে।

অনুমতি ছাড়া পৌরসভার পার্কের গাছ কাটার অভিযোগ

সংবাদদাতা ঃ পৌরসভার অনুমতি ছাড়া পৌরসভার পার্কের গাছ কাটার অভিযোগ উঠল স্থানীয় কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ঘটনার কথা জানিয়ে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পৌরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বনগাঁ ১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরসভা পরিচালিত ডক্টর বি আর আম্বেদকর শিশু উদ্যানের গাছ পৌরসভার অনুমতি ছাড়া কাটার এবং নানান ভাবে এলাকার এক বৃদ্ধাকে বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করার অভিযোগ উঠলো স্থানীয় কিছু যুবকের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় ওই বৃদ্ধা পূর্ণিমা মন্ডল জানান, স্থানীয় যে যুবকরা তাকে উত্তেজিত করে, তারা গতকাল পার্কের সমস্ত গাছ কেটে দেয়, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে তারা এটি বল খেলার জন্য করেছে। বৃদ্ধা তাদের বিরুদ্ধে পৌরসভায় জানিয়ে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, যারা গাছ কেটেছে তারা ওই বৃদ্ধার উপরে অত্যাচার করত। পুলিশকে বলেছি তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

পঞ্চায়েত সদস্যর ফসল নষ্টের অভিযোগ, শুরু রাজনৈতিক তরজা

সংবাদদাতা ঃ পঞ্চায়েত সদস্যের প্রায় এক বিঘা জমির পটল গাছ, ধান গাছ সহ একাধিক ফসল নষ্টের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁদা রায়পুর মাঠপাড়া এলাকায়। সোমবার সকালে জমির ফসল নষ্ট দেখে ইতিমধ্যেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য টিংকু তরফদার ও তার স্বামী বনগাঁ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি তার এক প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন।

অভিযোগ, প্রতিবেশী রুই দাস সরকারি রাস্তার পাশ দিয়ে ঢালাই রাস্তা করছিল। তাকে বারণ করায় সেই আক্রোশ থেকেই রাতের অন্ধকারে ফসল নষ্ট করেছে। পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী বরুণ তরফদার বলেন, আমি কৃষক। ফসল বিক্রি করে সংসার চলে। আমার চরম ক্ষতি হয়ে গেল। রাস্তা করতে বাধা দেওয়াতেই আমার ফসল নষ্ট করেছে রুই দাস। তৃতীয় পাতায়...

বিজেপির বিধায়কেরা উন্নয়নের টাকা থেকে কাট মানি খান দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতির

সংবাদদাতা ঃ বনগাঁ মহকুমায় বিজেপির বিধায়কেরা তাদের বিধায়ক তহবিলের উন্নয়নের টাকা থেকে কাটমানি খান বলে অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস।

রবিবার বনগাঁর নীলদর্পণ অডিটোরিয়ামে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসির পক্ষ থেকে একুশে জুলাই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নিজের ভাষণে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, ২০২১ সালে বিজেপি থেকে যারা বনগাঁ মহকুমায় বিধায়ক হয়েছিলেন তাদের উন্নয়নের টাকা কোথায় যায় কেউ বলতে পারবে না। বিধায়করা বছরে ৭০লক্ষ টাকা করে পান। বিজেপি বিধায়কেরা সেই টাকা এজেন্সিকে দিয়ে দেয়। সেই এজেন্সির কাছ থেকে এই টাকার পার্সেন্টেজ তারা পকেটে ভরেন।

এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, বিশ্বজিৎ বাবু গত ১৫ বছর তৃণমূলে থেকে অনেক কাটমানি খেয়েছেন এবং চুরি করেছেন। ফলে ওনার অভিজ্ঞতা বেশি। সে কারণেই এসব ভুলভাল বকছেন। আমরা বিধায়কেরা কী কাজ করেছি তা মানুষ জানে। তৃণমূলের কথায় আমাদের কিছু যায় আসে না।

এখানে ডিজিট্যাল সিগ্‌নেচার এর জন্য যোগাযোগ করুন
আশীর্বাদ ডিটিপি এণ্ড জেরক্স
কোর্ট রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা ☎ ৯২৩২৬৩৩৮৯৯

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ১৭ ❐ ১০ জুলাই, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

মরণ ফাঁদ চাকদা রোড

বনগাঁ শহর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গঙ্গাজল প্রকল্পের জন্য বনগাঁ- চাকদা রোডে পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলশ্রুতিতে 'one way' চাকদা রোডের এক পাশের রাস্তা বন্ধ রয়েছে অনেকদিন হল। অথচ কাজের শ্লথগতির জন্য রাস্তার বেহাল দশা। একপাশ দিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে সকল যানবাহন সহ পদাতিক যাত্রীদের। যার ফলে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। এমন কী প্রাণহানীর ঘটনাও ঘটছে মাঝে মধ্যে। তবুও প্রশাসন নির্বিকার! রাস্তার কাজের অগ্রগতি বিশবাঁও জলে! কবে যে শেষ হবে, তার কোন কুলকিনারা নেই। তার উপর গোঁদের উপর বিষ ফোড়ার মতো ফুটপাত দখল করে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের হকারগণ। জীবিকার তাগিদে ফুটপাতেই বিভিন্ন ধরনের স্টল করে বসে পড়েছে। তার মধ্যে আছে আবার ইমারতী দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা। ফুটপাতের উপরেই বালি, পাথর, ইট বোঝাই করে রাস্তা দখল করে রেখেছে। তার ফলে বড় সমস্যায় আছে পদাতিক যাত্রীগণ! রাস্তা মেরামতি শেষ হয়ে কবে যে যাত্রীসহ যানবাহন চলাচলে সুদিন আসবে, সকলেই সেই অপেক্ষায়।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

গত সপ্তাহের পর...

নারীদের ভূমিকা মূলত গৃহস্থালির কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের ঘরের বাইরে অন্যান্য কাজকর্ম করা অথবা রাজনৈতিক কাজকর্মে যোগ দেওয়ার অধিকার ছিল না। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত ইতালীয় আইনে নারীদের স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাজ করতে বা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে বাধা দেওয়া হতো। বিবাহবিচ্ছেদও ছিল অত্যন্ত কঠিন। ১৯৭৮ সালের আগে গর্ভপাত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল, যা নারীদের শরীরের স্বায়ত্তশাসনকে অস্বীকার করত।

নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার। ক্ষেত্রে মানবাধিকার আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত, ইতালিতে গর্ভপাত দণ্ডবিধির অধীনে শাস্তিযোগ্য একটি ফৌজদারি অপরাধ ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যদি কোনও মহিলার জীবন গুরুতর বিপদের মধ্যে থাকে। তার ফলে বিপন্ন মহিলারা প্রায়শই অনিরাপদ, অবৈধ গর্ভপাত পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যার ফলে স্বাস্থ্য সংকট এবং হাজার হাজার মৃত্যুর ঘটনা ঘটত।

আইনটি ক্যাথলিক চার্চের প্রভাবে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল, চার্চ গর্ভপাতের কঠোর বিরোধী ছিল। ১৯৭৮ সালে আইন নং ১৯৪ নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কারণে গর্ভাবস্থার প্রথম ৯০ দিনের (৩ মাস) মধ্যে গর্ভপাত অনুমোদিত । ৯০ দিন পর, শুধুমাত্র তখনই গর্ভপাত অনুমোদিত যখন মায়ের জীবন বা ভ্রূণের স্বাস্থ্য গুরুতর ঝুঁকিতে থাকে।) গর্ভপাতকে বৈধতা দেয়, যা একটি যুগান্তকারী অর্জন। ১৯৪ নং আইনটি বছরের পর বছর ধরে প্রতিবাদ এবং সমর্থনের পর কার্যকর হয়েছিল।

ক্যাথলিক চার্চ কিন্তু আইনটি মেনে নিতে পারেনি। ১৯৮১ সালে রক্ষণশীল এবং ক্যাথলিক গোষ্ঠীগুলি আইন ১৯৪ বাতিল করার জন্য একটি জাতীয় গণভোটের আয়োজন করে। যার ফলাফল হয় এই রকম : ৬৮% ভোটার আইনটি কার্যকর থাকা এবং মেনে চলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, যা নারীর অধিকারের প্রতি ব্যাপক জনসমর্থন প্রমাণ করেছে।

(চলবে...)

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি-র অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত ইমন নাট্যমেলা

সঞ্জিত সাহা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি-র আর্থিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হল নাট্যমেলা। ২৩ জুন মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টারের নিজস্ব উদ্যোগে নির্মিত পদাতিক মঞ্চে আয়োজন করেছিল ইমন নাট্যমেলা। নাটক ও মূকাভিনয় ছাড়াও এই উৎসবে মঞ্চস্থ হয় নৃত্য, কবিতা, কোলাজ ও সঙ্গীত। এদিন সন্ধ্যায় নাট্যমেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী গোকুল চন্দ্র দাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের উপ সচিব দিলীপ কুমার বিশ্বাস, সাহিত্যিক মনোজিৎ মল্লিক সহ আরো অনেকে। উৎসবের প্রথমেই ছিল গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যম এর জীবন অধিকারী নির্দেশিত নাটক "দর্পণ"। তারপর মঞ্চস্থ হয় সৌরিক আবৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র পরিবেশিত সোমেন মৈত্র নির্দেশিত কবিতা কোলাজ "কিশলয়ে সহজপাঠ"। নৃত্য পরিবেশন করে পায়েল দে-র পরিচালনায় পায়েল ড্যান্স একাডেমী। এরপর ছিল কমল মন্ডল নির্দেশিত শতকমল মাইম সোসাইটি-র মূকাভিনয়। তারপর মঞ্চস্থ হয় ধীরাজ হাওলাদার নির্দেশিত মছলন্দপুর ইমন মাইম সেন্টার-এর ৪০ জন শিল্পী সম্বলিত নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় নির্মিত মূকাভিনয় প্রযোজনা "মেরি মাটি মেরা দেশ"। শেষ অনুষ্ঠান ছিল রাজু সরকার নির্দেশিত গোবরডাঙ্গা পরম্পরা-র সংগীতানুষ্ঠান। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানে দর্শক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

দু'দিনের ধ্বস্ত শরীরটাকে নিয়ে ঘরে গেলাম। স্নান করে খাওয়া দাওয়া করলাম। ম্যানেজার সুব্রত, সবদিকে যার নজর ছিল। কোন কাকু কী খাবে। কোন কাকুর চায়ে চিনি যাবে না। সবকিছু ওর নখ দর্পণে। হারুবাবুর সংসারে আমরা সদস্য। দুপুরে একটা টানা ঘুম দিয়ে বিকালে জম্মু সাইট সিনে যাওয়া হবে। আমার বরাবরই মন্দির, মসজিদ দর্শনে অনীহা। বরং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়, সংগ্রহশালা, বাস স্ট্যান্ড গুলি, সেখানকার দোকানপাট, জনজীবন দেখতেই বেশি পছন্দ। অভিভাবক হারুবাবু তার ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েই জম্মু সাইট সিন-এ গেলাম। উঁচু-নিচু গুহার মধ্যে এক মন্দির গুহাকে বেশ ডেকোরেট করেছে। চারিদিকেই দোকান সাজানো। খোদ্দের সংগ্রহের জন্য অজস্র পান্ডা চারদিকে। আসলে ভারতবর্ষে ধর্মের মস্ত বড় শিল্প। ধর্মকেন্দ্রিক পেশায় নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার অন্তত ১৫ শতাংশ তো হবেই! জম্মুতে ভালো লাগলো একটা একুরিয়াম দেখে। প্রবেশ পথটি মাছের মুখ, দেহটাই একুরিয়াম, বিভিন্ন ধরনের মাছ সাজানো, বাহির পথটি লেজ দিয়ে। সেখান থেকে নেমে এলাম গার্ডেনের মধ্যে দিয়ে। এই গার্ডেনটি জম্মু পৌরসভার নিয়ন্ত্রনে। একপাশে সাজানো গোছানো ক্যান্টিনে চা খেতে খেতে শিশু অনন্যার সংগীত নতুন করে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে দিল।

সকাল হতেই একটি ৩৫ সিটের বাস ও একটি ছোট গাড়ি হোটেলের সামনে এসে হাজির হল। হারুবাবুর কাজ হল কে কোথায় বসবেন তা নির্ধারণ করা। ছোট গাড়িটা পুলিশের এসআই রমেন বাবুদের আত্মীয়-স্বজনদের। রমেনবাবু সামনে সিটে টুপি মাথায় দিয়ে টানটান হয়ে বসেন। দেখলে সবট্রাফিকই বোঝে আমাদেরই বস। সামনেই তার অবসর। সারাটা জীবন চোর-পুলিশ খেলে ক্লান্ত। এবার শুধু ভ্রমণের নেশায় আসা। আমাদের বাস ছাড়লো যেতে হবে পহেলগাঁও। পহেলগাঁও কথাটির অর্থ মেষপালকের উপত্যকা। জম্মু থেকে দূরত্ব ২৮৭ কিলোমিটার। সকাল সাতটায় বাস ছাড়লো। সমতল ভূমি ও পাহাড়ের লুকোচুরি। ভাইপো পিছনে বসে জেঠুর চিন্তা ও জয়তু মায়ের পাশে বসছে না। ও শুধু এদিক ওদিক বসছে। বাস একটু থামলেই নেমে ওর ভিডিও ক্যামেরায় সব দৃশ্যকে বন্দী করে ফেলছে। যেতে যেতেই ব্রেকফাস্ট হলো। আবার বাস ছাড়লো। বেলা একটা নাগাদ বাস একটা ধাবায় থামল। ওখানে জম্মু থেকে রান্না করা খাবার সকলকে দেওয়া হলো। এরকম প্রত্যেকদিন পিকনিক জীবনে এক অন্য মাত্রা দেয়। কোথায় যাব, কোথায় থাকব, কোন চিন্তা নেই। সবই হারুবাবুর চিন্তা। মাঝে মাঝে উনি গম্ভীরানন্দ হয়ে যাচ্ছেন। কারণ পৌঁছাতে দেরি হলে কী কী অসুবিধা হবে সেসব ওর জানা। জম্মু থেকে পহেলগাঁও আসার পথে পড়ল জহর ট্যানেল ২৫০০ মিটার দৈর্ঘ্য। রাত আটটা নাগাদ আমরা পহেলগাঁও পৌঁছালাম। উঠলাম গোল্ডেন প্যালেস, চন্দনবাড়ি রোড, বিনয় দা চাবি নিয়ে দাঁড়িয়ে। উনি আগেই ফ্লাইটে চলে এসেছেন। বিনয়দাকে দেখে বেশ আনন্দ হল।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

'মৃত্যুর অভিঘাতে মানুষ শোকে স্তব্ধ হয়ে যায়। পুত্র আর স্ত্রীর সেই অবস্থা। শোক হালকা হলে তখনই আসে হিসেব-নিকেশের পালা। যে গেল, সে হাসতে হাসতে গেল। সে জানেও না কী হচ্ছে এখন তাকে নিয়ে!'

জল তরল, আকার হীন, খানিকটা স্বচ্ছ, আপত নিরীহ পদার্থ। জলও মাঝেমাঝে বহুরূপীর মতো রং ও রূপ পাল্টায়। তাই বলে নিষ্কলঙ্ক নয়। জল তার গতি বজায় রাখার জন্য পথ চায়। সেই গতি ব্যাহত হলে, জলও ফুঁসে ওঠে। তার শক্তির প্রকাশ বন্যা। এর জন্য কী জলকে দায়ি করা যায়! তবুও নদীর কত কাজ। ভূ-প্রকৃতিকে পাল্টে দেওয়া, মনকে পাল্টে দেওয়া এসব তো আছেই। আবার নদীর দিকে তাকালে পরপার দেখা যায়!

বেঁচে থাকার জন্য জল অপরিহার্য। সবুজ বনভূমি, পশুপাখি সহ সমস্ত প্রাণীর জীবন সজীব হয় জলের বিন্দু বিন্দু ফোঁটায়। নতুন বৃষ্টির ফোঁটায় গাছ গুলো দুলে দুলে মাথা নাড়ে। বৃষ্টিও আনন্দে সকলের জন্য জল ঢালে। সেই জলধারা বনভূমি লোকালয় সব পেরিয়ে নদীতে এসে পড়ে। নদী পুষ্ট হয়।

এ পর্যন্ত আমি কখনও জলের পরিবর্তন দেখিনি। আমার শহর বনগাঁ এক জল জীবনের সাথে জড়া-জড়ি করে আছে। সেখানে ইছামতী নদীর প্রভাব যথেষ্ট। সেই ইচ্ছামতী নদীকে এখনও বেশি বেশি কাছে পাওয়ার সুযোগ হয়নি। নৌকায় চেপে নদী বক্ষে ঘোরাঘুরি করেছি খুব কম। কারণ আমি ছোট। বছরে একবার অবশ্যই নৌকায় চেপে বাড়ির সকলের সাথে সাতভাই কালীতলার মেলায় যেতে পারতাম। মাধবপুর গ্রামে এসে, জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছি এই বাঁওড়কে। বুঝতে পেরেছি কেন জলের আর এক নাম জীবন! "

গতদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাটার জন্য কার দোষ! ক্ষিতীশ বাবুর নিজের না জলের ! মানুষের চিন্তা ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মন, জল নয়। আমি মাধবপুর আসার পর পরই জীবনের সাথে জড়িয়ে নিয়েছি এই বাঁওড়কে। আমার সঙ্গী তপন আর সুনীল। ওরাই আমাকে চিনিয়েছে এই বাঁওড়কে। তপন আমার স্নানসঙ্গী। ডোঙায় করে জলে ভাসা, জলে ডুব দেওয়া, সাঁতার কাটা সব কিছুই তপনের সঙ্গে। এসব প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। আর সুনীল ছিল ছিপ দিয়ে মাছ ধরার সঙ্গী।

এক রবিবার তপন আর আমি বাঁওড়ের ধারে বসে আছি। জেলেদের খেপলা জালে মাছ ধরা দেখছি। তপন আমাকে বলল, "চল, ডোঙায় চেপে ওপারে যাই।"

তপন বলার সাথে সাথে, আমি বাঁওড়ের ওপারের দিকে তাকালাম। ওপার অস্পষ্ট। তবুও আকর্ষণ আছে। অচেনাকে জানার ইচ্ছা মানুষের চিরকালীন। তপনের এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। ডোঙায় সাধারণত দু'জন যাওয়া যায় না। আমরা দু'জন যাব। তপনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "দু'জন এক সাথে গেলে কোনও অসুবিধা হবে না তো?"

তপন বলল, "মনে হয় কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা দুজন মিলে একজন বড় মানুষের থেকে কতই বা বেশি হব ! তুই তো ভালই সাঁতার জানিস। বাঁওড়ের মাঝ অবধি তো চলে যাস। আর যদি ভয় লাগে তাহলে থাক। যদি কোনদিন নৌকা পাই যাব।"

এই বুঝি ওপারে যাওয়াটা বন্ধ হয় মনে করে সাথে সাথে হই হই করে উঠলাম, "না না, আমার ভয় লাগবে কেন! সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! তুই না বললে আমি একা একাই কোন দিন চলে যেতাম।" উঠে বসলাম ডোঙায়। বাঁশের চটার বৈঠা দুটো নিয়ে নিলাম। অনেক সময়। দুজনেই বৈঠা টানতে লাগলাম। ওপারে প্রায় এসে গেছি। পাড়ের প্রায় কাছাকাছি গভীর জলে দেখলাম অনেক বড় বড় গাছের গুড়ি গাছের ডাল ফেলা আছে। আমি তপনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এগুলো এখানে ফেলা কেন?"

তপন বলল, "এ কে 'কমোট' বলে। এই গাছের গুঁড়ির গায়ে গাছের ডালে শ্যাওলা জন্মায়। সেগুলো হচ্ছে মাছের খাবার। এই খাবারগুলো খেতে বড় বড় মাছগুলো এখানে আসে। সে সময় জেলেরা এটাকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলে। তারপর জলের মধ্যে থেকেই কাঠগুলো তুলে আর এক জায়গায় রেখে দেয়। এবার জাল গুটিয়ে মাছগুলোকে নৌকায় তুলে ফেলে।

এভাবে শুধু বড় মাছগুলোই ধরা হয়। কমোট ঘিরে যেদিন মাছ ধরা হয় তখন যেন উৎসব লেগে যায়। মাছ ধরা দেখার জন্য। কাকার থেকে শুনেছিলাম, একবার নাকি কমোট থেকে একটা ঘড়িয়াল উঠেছিল। তার আগের বছর বন্যার জলে নদী আর

চলবে...

নাবিক নাট্যমের নতুন নাটকের মূল দ্বন্দ্ব ‘স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কলহ’

সংবাদদাতা ঃ গোবরডাঙ্গা নাবিক নাট্যমের নতুন প্রযোজনা ‘নিহত শতাব্দী’- বর্তমান সময়ের জীবন্ত দলিল। নাটক সমাজের দর্পণ। মানুষ নিয়েই নাটকের কারবার। নাটক সমাজের কাছে এবং জীবনের কাছে দায়বদ্ধ। এই নাটক অভিনেতাদের জীবন যন্ত্রণার সাথে দর্শকের জীবনযন্ত্রণা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নাট্যকার গৌতম রায় নিখুঁতভাবে একজন শিল্পীর জীবন যন্ত্রণা এবং তার মূল্যবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন তার লেখনীতে। নির্দেশক জীবন অধিকারী সুনিপুণ দক্ষতায় সম্পাদনা করে একটি আধুনিক থিয়েটার উপহার দিয়েছেন দর্শক বন্ধুদের। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কলহ এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব। নাটকের শুরুতে দেখা যায় একজন শিল্পী যখন তার সৃষ্টিতে ব্যস্ত তখন তারই সৃষ্ট মূর্তি হঠাৎ করে কথা বলতে শুরু করে। শিল্পী তখন আনন্দে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে। শিল্পী তার এই সৃষ্টিকে বাজারে নিয়ে যশ, অর্থ এবং মুনাফার স্বপ্ন দেখতে থাকে। যুক্তি তর্ক দিয়ে শুরু

হয় স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির দ্বন্দ্ব। সৃষ্টি স্রষ্টার কাছে জানতে চায় - আমায় সৃষ্টি করেছ কেন? শিল্পী নানান যুক্তি দিতে থাকে কিন্তু মূর্তির কাছে তার সমস্ত যুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

সংঘাত চরমে ওঠে। শুরু হয় মানবিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠে আসে ন্যায়, সততা, বিবেক, বুদ্ধি ও ধর্ম নিয়ে। শিল্পীর চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন স্বরূপ দেবনাথ। মূর্তির চরিত্রে জীবন অধিকারীর অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধে আবদ্ধ করেছে দর্শক শ্রোতাকে। আশিস দাসের আলোক ভাবনা এই নাটকটি একটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে, আস্তিক মজুমদারের আবহভাবনাও প্রশংসার দাবি রাখে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মঞ্চ পরিকল্পনা এই নাটকে প্রাণসঞ্চার করেছে। আলোক প্রক্ষেপণে ছিলেন অশোক বিশ্বাস। আবহপ্রক্ষেপণ করেছেন আবিন দত্ত এবং রাখি বিশ্বাস। নির্দেশক জীবন অধিকারী জানান, এই প্রযোজনাটি তার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল। শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (দত্তপুকুর দৃষ্টি), শ্রদ্ধেয় আশিস চট্টোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন) এবং শ্রদ্ধেয় আশীষ দাস (গোবরডাঙ্গা নকশা) এই নাটকে তাকে বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছে।

শিক্ষিকা রেখা দাঁ’র স্মরণ সভা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৫ জুলাই বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ এর অন্যতম কর্ণধার প্রয়াতা রেখা দাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ কর্তৃপক্ষ। এদিন অপরাহ্নে পরিষৎ এর রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় পৌরহিত্য করেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী পবিত্র মুখোপাধ্যায়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অধ্যাপিকা মৌসুমি ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এন. সি. কর, সমাজকর্মী সুকুমার মিত্র, কালিপদ সরকার, অরূপ সেন প্রমুখ।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী বাণী সেন মজুমদারের গাওয়া সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত স্মরণ সভার সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে গবেষণা পরিষদ এর প্রাণপুরুষ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দীপক কুমার দাঁ সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত স্মরণ সভায় সহধর্মিনী রেখা দাঁ প্রণীত গ্রন্থদুটি প্রকাশের বিষয়টি তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

প্রয়াত শিক্ষিকা রেখা দেবীর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন একমাত্র কন্যা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সায়ন্তনী দে মা’কে স্মরণ করে রবীন্দ্র কবিতা পাঠ করে শোনান পুত্র ডাঃ অভিষেক দাঁ। রেখা দাঁ রচিত জীব জগতের বৈচিত্র ও পরিবেশ এবং আজকের নারী সমাজ, গ্রন্থ দুখানির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অধ্যাপিকা মৌসুমী ভট্টাচার্য। পুস্তক দুখানি তুলে দেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও শুভ্রা বৈদ্য। প্রয়াতা শিক্ষকা রেখা দেবীর স্মৃতিতে তাঁর স্কুলের ৫জন দুস্থ ছাত্রীর হাতে কলম ও স্কুল ব্যাগ তুলে দেওয়া হয়। অধ্যাপিকা মৌসুমী দেবী প্রণীত সাফল্যের শিখরে মেয়েরা’ গ্রন্থের আলোকচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। বিভিন্ন দিক থেকে মহিলাদের জীবনীর উপর প্রদর্শিত আলোকচিত্রটি সমবেত সকলের উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রয়াতা রেখা দাঁকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, স্বপন বালা, সুকুমার মিত্র, ধীরাজ রায়, সৌমেন বিশ্বাস প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন রেখা দেবীর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু কল্পনা ঘোষ দস্তিদার, দিপালী বিশ্বাস ও সায়ন্তনী দাঁ। কথায়-কবিতায় ও সংগীতে এদিনের রেখা দাঁ’র স্মৃতিচারণা সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সিন্দ্রানীতে আয়োজিত হল পথ ও নিরাপত্তা কর্মসূচি

প্রতিনিধি ঃ একটু অসতর্ক বা অসাবধানতার জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়ে পথ চলতি বহু মানুষকে অকালে প্রাণ হারাতে হচ্ছে। একটু সচেতনভাবে চলাফেরা করলে দুর্ঘটনার হাত থেকে বহু প্রাণ বাঁচাতে পারে। এজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভাবে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হচ্ছে নাটক, গান, পদযাত্রা, আলোচনা শিবির সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে।

অনুরূপ ভাবে সোমবার বনগাঁ পুলিশ জেলার উদ্যোগে এবং বাগদা থানার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হলো “সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ” কর্মসূচি। পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারন মানুষকে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করা হয় বাগদা থানার পক্ষ থেকে। এদিন সিন্দ্রানী তিন মাথার মোড় থেকে সিন্দ্রানী বাজার পরিক্রমা করে সিন্দ্রানী হাই স্কুল প্রাঙ্গনে শেষ হয় পদযাত্রা। স্থানীয় সিন্দ্রানী সাবিত্রী উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সহ পুলিশ কর্মীরা পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, এসডিপিও, বাগদা শান্তনু ঝাঁ(আই.পি.এস), ডি.এস.পি ট্রাফিক চন্দ্রা বিশ্বাস, ওসি বাগদা গনেশ বাইন, নাটাবেড়িয়া আউট পোষ্টের ও.সি সন্তু মন্ডল, বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পরিতোষ সাহা, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণ বিশ্বাস, সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শম্পা মন্ডল, মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবব্রত মন্ডল সহ বিশিষ্ট জনেরা। এ বিষয়ে বাগদা পুলিশ মহাকুমার এসডিপিও শান্তনু ঝা বলেন, আজকের এই পথ নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সাধারণ মানুষকে মেসেজ দেওয়া হলো, তারা যাতে ট্রাফিক আইন মেনে চলেন, এছাড়া হেলমেট বিতরণ করা হলো, চারজন পরোপকারী বন্ধুকে পুলিশের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পদযাত্রা করে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করা হয়েছে।

অগ্রগামীর রথযাত্রা উৎসবে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ মহাসমাহে অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া অঞ্চলের ৫২তম বর্ষের রথযাত্রা উৎসব ও মেলা। সুটিয়া হাইস্কুল মাঠে ১ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ছিল জগন্নাথ বন্দনা, গীতাপাঠ, বাউল সংগীত, পুতুল নাচ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও কৃতি শিক্ষার্থী গুনিজন সংবর্ধনার অনুষ্ঠান। সংগঠক রমেশ দাস জানান, গত ৪ জুলাই কৃতি গুনীজন সংবর্ধনায় অঞ্চলের বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্কস প্রাপক পড়ুয়াদের এবং সেরা খেলোয়াড়গণকে ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া পঠন-পাঠন, শৃঙ্খলা ইত্যাদিতে সেরা অঞ্চলের পূর্ব বারাসাত এবং পশ্চিম বারাসাত এবং বিষ্ণুপুর ফরিদকাটি জুনিয়র বেসিক ও ভাড়াডাঙ্গা পল্লী কল্যান জুনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগনকেও বিশেষ সম্মান জানানো হয়। পুরোহিত চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকেও ধর্মগ্রন্থ সহ নানা উপহারে শ্রাদ্ধা ও সম্মান জানানো হয়।

এলেকার বহু ধর্মপ্রান ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে। ক্লাব সভাপতি শিক্ষক দিলীপ কুমার মণ্ডল, সম্পাদক রামপ্রসাদ মণ্ডল ও রথযাত্রা কমিটির সভাপতি অরুন মণ্ডল প্রমুখ পদাধিকারী ও সদস্যগনের অক্লান্ত প্রয়াসে এবারের রথযাত্রা ও উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

পঞ্চায়েত সদস্যর ফসল নষ্টের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

ঘটনার খবর পেয়ে এদিন গ্রামে যান বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল। তিনি বলেন, রুইদাস তৃণমূল আশ্রিত। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যর ফসল কেটে ক্ষতি করল।

এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা তথা ঘাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস মন্ডল বলেন, পঞ্চায়েত সদস্যের জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। কৃষকের ফসলের ক্ষতি হয়েছে। আমরাও পুলিশকে জানিয়েছি। এর সঙ্গে কোন রাজনীতি নেই। রুইদাস আমাদের দল করেনা। বিজেপি নেতারা মিথ্যা অভিযোগ করছে।

টানা বৃষ্টিতে দুদিনের জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা!

প্রথমপাতার পর...

এদিন বনগাঁ পাইপ রোডের জমা জল পেরিয়ে স্টেশনে ট্রেন ধরতে কেউ যাচ্ছে পায়ে হেঁটে, কেউ সাইকেল চালিয়ে, কেউ আবার যাচ্ছে মোটরবাইকে সেই জল ঠেলে। এমনকি সেই জল ঢুকে পড়েছে বনগাঁ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরেরও। পাশাপাশি বনগাঁ মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে থৈ থৈ করছে জল। জল পেরিয়েই রোগী দেখতে যাচ্ছে রোগীর পরিজনেরা। এমনকি হাসপাতালের আউটডোরে ডাক্তার দেখানো, ওষুধ আনতে যাওয়া সবই করতে হচ্ছে এই জল পেরিয়ে। দ্রুত জমা জল সরানোর আর্জি জানাচ্ছেন কেউ কেউ। তবে ইতিমধ্যেই মোটর পাম্প লাগিয়ে সেই জল বের করার কাজই শুরু হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। এ বিষয়ে পৌর প্রধান গোপাল শেঠ বলেন, বনগাঁর ১১ টি জায়গায় মোটর লাগানো হয়েছে। জমা জল দ্রুত বের করার কাজ শুরু হয়েছে।

আর্সেনিক প্রতিরোধে সভা গাইঘাটার কিশলয় তরুণতীর্থে

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ জুলাই আর্সেনিক প্রতিরোধমূলক এক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটার সুটিয়া অঞ্চলের গাজনা কিশলয় তরুণতীর্থে। কিশলয় একাডেমীর কচিকাঁচা পড়ুয়াদের সমবেত কণ্ঠে “আলোকেরই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও’- সংগীতের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সূচনা হয়। আর্সেনিক কবলিত গাইঘাটা ব্লকের সুটিয়া সহ পাশ্ববর্তী এলেকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষজনেরা আর্সেনিক জনিত দুরারোগ্য রোগসমূহ প্রতিরোধে বিগত ২০০৪ সাল থেকে কাজ করে চলেছেন কিশলয় তরুণতীর্থের সদস্যগণ। কিশলয় তরুণতীর্থ ছাড়াও এই মহৎ কাজে এগিয়ে এসেছেন ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারস্ (ইণ্ডিয়া) সোস্যাল ডেভলপমেন্ট ফোরাম, দোলা বসু ফাউন্ডেশান ও সোসাইটি ফল টেকনোলজি উইথ এ হিউম্যান ফেস এর সম্মিলিত উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একদিনের-এই সচেতনতা শিবির। অন্যতম সংগঠক সুজিত দে জানান, তাঁদের এই জল প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে ভারত ছাড়াও ডেনমার্ক, ফ্রান্স, ও কানাডার বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছে।

এদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন কিশলয় তরুণ তীর্থের সম্পাদক ভাস্কর বসু, ড.

রাজু বসাক, ড. পুষ্পেন্দু মজুমদার, ড. তিলক বসু, রোটারিয়ান ড. শৈলেন ভৌমিক, সাথী সংস্থার প্রতিনিধি ড. কবিতা মাইতি, ছিলেন উত্তর প্রদেশের বালিয়া ওয়াটার সেন্টারের ডিরেক্টর ড. অভিষেক কুমার। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ কর্মের কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন গবেষক সুজিৎ দে ও অরিন্দম হালদার, সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পম্পা পাল। এছাড়াও শিবিরে উপস্থিত গবেষগণ অডিও-ভিডিও সহযোগে আর্সেনিক দূরীকরণের বিভিন্ন রাসায়নিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতি সমূহের বাস্তব প্রদর্শন করে তার কার্যকরিতা ও প্রকৌশল ব্যাখ্যা করেন।

পঞ্চায়েত সদস্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

রাহুল দেবনাথ ঃ দলেরই এক পঞ্চায়েত সদস্যাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে বনগাঁ ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে বনগাঁ থানার পুলিশ বিরোধী দলনেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শোভন তরফদার। বৃহস্পতিবার ধৃতকে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বনগাঁর সীমান্তবর্তী ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে। গত ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন শোভন তরফদার। হরিদাসপুর পূর্ব গ্রাম সংসদ থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের মোট আসন ২৩। এর মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ১৮টি আসন। ১টি কংগ্রেস। বিজেপির দখলে ছিল ৪টি আসন। পরবর্তীতে অবশ্য কংগ্রেসের সদস্য তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। ওই পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা হন শোভন তরফদার।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ জুলাই রাত দশটা নাগাদ বিজেপির বিরোধী দলনেতা শোভন তরফদার গিয়েছিলেন তাঁর দলেরই এক পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে। ওই সদস্যাও ২০২৩ সালে প্রথম জনপ্রতিনিধি হন বিজেপির টিকিটে। অভিযোগ, ওই সদস্যার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শ্লীলতাহানি করে বিজেপির বিরোধী দলনেতা শোভন তরফদার। এই ঘটনার পরেই গত ৭ জুলাই ওই পঞ্চায়েত সদস্যা শোভন তরফদারের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে ছয়ঘরিয়া পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা শোভন তরফদারকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, অভিযুক্ত ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির বিরোধী দলনেতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ। এটা আমার অপমান নয়, দলের অপমান।

এই প্রসঙ্গে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, রাতের বেলায় বাড়িতে গিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যাকে শ্লীলতাহানি করেছে বিজেপির বিরোধী দলনেতা শোভন তরফদার। এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ হল, বিজেপি নেতার কাছে সুরক্ষিত নয় নিজের দলের মহিলা জনপ্রতিনিধিরা। বিজেপি একটা উচ্ছৃংখল দল। বিজেপি মহিলাদের সন্মান দিতে জানে না। বিজেপির বনগাঁর সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, দু'জনেই বিজেপি করে। যদি ঘটনা সত্যি হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে পুলিশ। দলও তাঁর পাশে থাকবে না।

শিল্পায়ন এর প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল শিল্পায়ন গত ১০ জুলাই ৪৬ তম বর্ষে পদার্পণ করে। নাট্যচর্চার এই দীর্ঘ পথ চলার ৪৫ তম বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে শিল্পায়ন কর্তৃপক্ষ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ফুল ও আলোকমালায় শিল্পায়ন ভবনকে সাজানো হয়। বিগত বর্ষে প্রয়াতা সংস্থার অন্যতম কর্ণধার ও শিল্পায়ন নাট্যবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা দীপা ব্রহ্মের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবসে গোবরডাঙ্গা সহ জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সকলে ফুল-মালা ও নানা উপহারে শিল্পায়ন এর পরিচালক ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস চট্টোপাধ্যায় কে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শিল্পায়ন সহ উপস্থিত বিভিন্ন নাট্যদল ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। কথায়-কবিতায়, সংগীত ও নৃত্যে প্রতিষ্ঠা দিবসের সমগ্র অনুষ্ঠান প্রখ্যাত অভিনেতা সৌভিক সরকারের সুচারু সঞ্চালনায় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

গোপালপুর মৎস্য সমবায়ে বিপুল জয় বিজেপি'র

নীরেশ ভৌমিক ঃ গাইঘাটা ব্লকের রামনগর ও সুটিয়া অঞ্চলের গোপালপুর ফিসারমেন্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর পরিচালন সমিতি গঠনের নির্বাচন ছিল গত ৭ জুলাই। নির্বাচনে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল ও সিপি আই এম প্রার্থীদের পারস্থ করে সবকটি আসনেই জয়লাভ করেন ভারতীয় জনতা পার্টির (BJP) প্রার্থীগণ। এদিন টান-টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হয়। এদিনের নিম্নচাপের অঝোর বৃষ্টি ধারাকে উপেক্ষা করে ভোটারগণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন করেন। কর্মী ও ভোটারগনকে উৎসাহিত করতে প্রধান প্রতিদ্বিন্দী তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি'র স্থানীয় দুই বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও সুব্রত ঠাকুর, ছিলেন দলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মণ্ডল, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শ্যামল বিশ্বাস সহ আরোও অনেকে। সন্ধ্যার পর ভোট গণনা সম্পন্ন হলে দেখা যায়, ১২টি আসনের সবকটি আসনেই বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীগণ জয়লাভ করেন। বিজেপির বিজয়ি প্রার্থীরা হলেন, বিকাশ সরকার, দেবব্রত মল্লিক, দীপক মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয় বর্মন, তাপস বর্মন, যমুনা বর্মন, মিঠু বিশ্বাস ও দেবাশিস দলপতি। নির্বাচনের ফল ঘোষণা হতেই বিজেপি নেতা ও কর্মী সমর্থকগণের মধ্যে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। সকলেই আনন্দ উৎ সবে মেতে ওঠেন। স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, তৃণমূল নেতা কর্মীদের দুর্নীতি ও দাদাগিরির প্রতিবাদেই এই জয়। আগামী বছরের বিধান সভা নির্বাচনেও এই জয় দলীয় নেতা কর্মীদের উৎসাহ যোগাবে। তৃণমূল নেতৃত্ব গাইঘাটার কয়েকটি সমবায়ের পরাজয়ের বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গেছে।

কৃষক সভার সম্মেলনে কৃষি সরঞ্জাম প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৬ জুলাই চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া সমাজ মিলন কেন্দ্র পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সি পি আই এম এর গণসংগঠন সারাভারত কৃষক সভার ঢাকুরিয়া গ্রাম কমিটির অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলনের সূচনা হয়।

সম্মেলন অঙ্গনের রাখাল মজুমদার স্মৃতি মঞ্চে দল ও সংগঠনের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিট সভাপতি বিজয় বাছাড়, দলের প্রবীণ নেতা কপিল ঘোষ, সিটু নেতৃত্ব কৃষ্ণ চৌধুরি, যুব সংগঠন ডিওয়াই এফ আই এর ব্লক নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডল, শিক্ষক নেতা ভুলু সরদার প্রমুখ। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন কৃষক সভার ইউনিট সম্পাদক তপন দে। বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী রাখী ঘোষ, বিপাশা রায়, পিকু সাহা, দিবাকর ঘোষ, ময়ূখ মণ্ডল, ছিলেন প্রবীণ নেতৃত্ব দিপীপ রায়, শ্যামল চক্রবর্তী, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রতন রায়, শান্তনু রায় প্রমুখ সম্পাদকীয় প্রতিবেদনকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিপ্লব সেনগুপ্ত।

সম্মেলনে বাস্তব ঘটনার উপর সদস্যা সায়নি সেনগুপ্ত পরিবেশিত মর্ম স্পর্শী নাটিকার্টি সমবেত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**